Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম

রোলঃ 23100120032

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম

রোলঃ 23100120032

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনিম, আইডিঃ 23100120032 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাসনিম বিনতে সাইফুদ্দিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তাসনিম

আইডিঃ 23100120032

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5

দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন স্তর ভাগ রয়েছে:.....5

ইলম অর্জন করতে গিয়ে পূর্বসূরিদের কুরবানীর কিছু নজির.....13

ইলম অর্জনই ছিল যে সাহাবির খাদ্য.....24

মহানবী (স.)-এর সাহচর্যে ইলম অর্জন.....25

ইলমের ফজিলত সম্পর্কে কোরআনের আয়াত:.....36

ইলম শিক্ষা করার গুরুত্ব:

ভূমিকা

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَاْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন স্তর ভাগ রয়েছে:

একটি ভাগ ফরযে আইন :

ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে

হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া,

যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ،وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রƒপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্মের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ، 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই'।[3] সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ'ল 'সূরা ক্বলম'। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة 'তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল'।[4] লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[5] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ، 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও'।[6]

(২) ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয় : আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ইল্ম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ- 'অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের

শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২) । অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?' *(বাক্বারাহ ২/৩৩)*। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন' *(বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)*।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির *(কাহাফ ১৮/৬৫)*, ২. লোকমান *(লোকমান ৩১/১২)*, ৩. ত্বালূত *(বাক্বারাহ ২/২৪৭)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী 'পড়' : লিখার মত পড়াও ইলমের অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য 'উম্মী' তথা 'নিরক্ষর' নবীকে *(জুম'আ ৬২/২)* প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড হ'তে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

(৫) ইলম অন্বেষণ করা ফরয : ইলম অর্জনের হুকুম হ'ল ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এখানে মহান আল্লাহ 'ঈমান' ও 'আমলের' পূর্বে ইল্ম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয'।[7] ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান

অর্জন অনুচ্ছেদ’। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, ‘আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন।[৪] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘ইলম ছাড়া ঈমান হয় না’।

আল্লাহ তাআলার সেফাত ও বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে একটি হ লো, ইলম। আল্লাহর সত্তা চিরস্থায়ী, তাই তার সিফাতগুলোও চিরস্থায়ী। তার কিছু অংশ আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে দান করেছেন এবং তা দ্বারা মানবজাতিকে উৎকৃষ্ট করেছেন। বরং কারো কারো মতে এই ইলম মানবজাতিরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য, তা ‘ইনসানের ফিতরত’ মানবপ্রকৃতির মধ্যে আমানত রাখা হয়েছে, এবং তা দ্বারা অন্য জাতি থেকে পার্থক্য সাধিত হয়। মানবজাতিকে এই ‘ইলম’ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্য হলো উত্তম চরিত্র, উন্নত বৈশিষ্ট্য, উৎকৃষ্ট আদর্শ সৃষ্টি করা। আল্লাহ তাআলার সত্তার মধ্যে সকল উত্তম বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হয়েছে। তাই তার ইলম হলো ইলমে মুহীত (ব্যাপক ইলম)। আল্লাহ তাআলা এই সিফাতের বৈশিষ্ট্য মানবজাতির মধ্যে এজন্য রেখেছেন, যেন তারা تخلقوا بأخلاق الله (আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও) হাদীসের ওপর আমল করতে পারে। এবং বান্দা নিজের মধ্যেও পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। হযরত আদম (আ.)-কে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণ দান করা হয়েছে তার কারণও একমাত্র ‘ইলম’ই। সুতরাং ইলমের প্রাপ্য হলো, যত ইলম বেশি হবে মানুষ তত বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। নবীগণকে আল্লাহ তাআলা ‘ইলমে অহী’ দান করেছেন। তারা সকল মানুষের জন্য আদর্শ। সাহাবায়ে কেরামও ইলমে ইলাহী ও ইলমে নববীর অন্বেষণে মত্ত ছিলেন; তাই তাদের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাঁরাও আগামী প্রজন্মের জন্য আদর্শ। অতএব বোঝা যায়, ইলমে দীনের মধ্যে পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক ‘আহলে ইলম’ ওলামায়ে কেরামকেও করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে দেখা যায়। আমরা এই দুর্দশার কারণ ও উপকরণ সমূহ নির্ণয় করার প্রয়াস পাব। শিক্ষার বর্তমান এই করুণ পরিস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট কোনো এক শ্রেণিকে দায়ী করা যায় না। বরং গোটা উম্মত; একাকি বা সামগ্রিকভাবে সকল শ্রেণির মুসলমানকে এর দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অধিক যিম্মাদারি তোলাবা-ছাত্রদেরকে নিতে হবে। তাই আমরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সামান্য আলোচনা করছি।

১. ইখলাস-নিষ্ঠা:

সর্বপ্রথম কয়েকটি প্রশ্ন: এক. ইলমী অধঃপতনের কারণ কী? দুই. ছাত্ররা কেন মেহনত করে না? তিন. ইলম অনুপাতে জীবন কেন গড়ে না? চার. ওলামা-তোলাবারা কেন আখেরাতের ফিকির এবং উম্মতের দুঃখে দুঃখিত হয় না? এ সকল প্রশ্নেবর উত্তর নিমিষেই দেওয়া কি সম্ভব? আসুন আমরা আজ তার সামান্য আলোচনা করব। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই পৃথিবী 'দারুল আসবাব' তথা মাধ্যম দ্বারা অর্জিত হয়। এবং আল্লাহ তাআলা 'মুসাববিবুল আসবাব' সকল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। তাই 'কিয়ামত সন্নিকটে, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, মেহনতে কোনো উপকার হবে না' এ ধরণের কথা আমাদের অন্তর থেকে মুছে দিতে হবে। উপায়-উপকরণের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ দেওয়া জরুরি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, ۞اِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۰۰۱۲۰ (আল্লাহ তাআলা নিষ্ঠার সাথে মেহনতকারীদের মেহনত বিনষ্ট করেন না।)

এখন আপনি একটু চিন্তা করুন, 'মুহসিনীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'মুজতাহিদীন' বা 'আমিলীন' বলেননি। অথবা 'মুখায়য়ারীন' 'সায়ীন' বা 'শাগিলীন' শব্দও প্রয়োগ করেননি। তার কারণ হলো, এই শব্দগুলোর মধ্য থেকে 'ইহসান' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ ও সর্বমর্মী। কেননা ইহসানের শাব্দিক অর্থ খুব ভালো করা, আর খুব ভালো করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কাজকর্ম, ব্যস্ততা ও কোশিশের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় 'ইহসান' বলা হয়, ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্য কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়া। অতএব, মুহসিনীন মানে, খুব প্রচেষ্টার সাথে একান্ত মেহনত করে কেবলমাত্র আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে কাজ সম্পাদনকারী। আমরা নিজেদের শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ওপর একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, বাস্তবে কী আমরা 'মুহসিনীন'-এর অন্তর্ভুক্ত? আমরা কি মেহনত ও প্রচেষ্টা, কোশিশ ও একাগ্রতার মধ্যে লেগে আছি? আমাদের মধ্যে কি ইখলাস ও নিষ্ঠা কাজ করছে? এসব প্রশ্নের নীতিবাচক উত্তরই মিলবে। অধিকাংশ ছাত্রদের নিকট মেহনত ও একাগ্রতার অনুভূতিই নেই। যাদের যৎসামান্যও আছে তারা এই মেহনতের সাথে আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য; নিষ্ঠা, বিনয়, শিষ্টাচার, উত্তম চরিত্র, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি থেকে বহুদূরেঅবস্থান করে। তাই, প্রিয় ছাত্রদের নিকট মিনতির সাথে আরজ করছি, আল্লাহর ওয়াস্তে অলসতাও অবহেলা ছেড়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে মেহ নত করে ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করো। যেন দুনিয়া ও

আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হও। সাথে সাথে অহংকার, হিংসা, মিথ্যা কথা এবং মন্দ চরিত্র ও বেয়াদবী (কিতাবের সাথে হোক বা শিক্ষকের সাথে, দরসেগাহের সাথে হোক বা প্রতিষ্ঠানের সাথে) থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে। সারকথা: সর্বপ্রথম করণীয় হলো, ইলম অন্বেষণে ইখলাস বা নিষ্ঠা সৃষ্টি করার জন্য আমাদেরকে এই নিয়্যাতই করতে হবে, আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করছি। إنما الأعمال بالنيات (সকল আমলের নির্ভরশীলতা হলো নিয়তের ওপর)। তখন মেহনত-মুজাহাদার তাওফীকের রাস্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে খুলে যাবে। আমরা বছরের শুরু তেই এই নিয়্যাত করব যে, হে আল্লাহ আমাদের এখানে জমায়েত হওয়ার উদ্দেশ্য ইলম অর্জন করে তার ওপর আমল করা এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করা।

২. ধারাবাহিক প্রচেষ্টা: আপনারা অবশ্যই সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পড়েছেন বা শুনেছেন। তাদের জন্য কোনো যিম্মাদার ও পরিদর্শক ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ছিল। তাই সদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করার তাওফীক প্রাপ্ত হতেন। আপনারা অবশ্যই 'আসহাবুস সুফফার জীবনী পড়েছেন, তাঁর তো খাদ্য-বস্ত্র ছাড়াও মেহনতে লেগে থাকতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) তাঁদের মধ্যে একজন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিভাবে চমকালেন? তাবেয়ীনের জীবনী অধ্যয়ন করুন, ওই যুগে না ছিল কোনো দরসেগাহ, না ছিল কোনো কামরা। আবাসিক হোস্টেলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পানাহারের জন্যও কোনো হোটেলের ইন্তিজাম ছিল না। এসবের ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে একাগ্রচিত্রে ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের এসব উৎসর্গের কারণে ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডার কিতাবের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তাঁরা যদি আমাদের মতো বিলাসী ও আরামপ্রিয় হতেন তাহলে অবশ্যই আজকের এই ইলমের ভাণ্ডার কখনো সংরক্ষিত হতো না। এসব ধর্মীয় কিতাবাদী ও দীনী মাদারিস সমূহের অস্তিত্ব দেখা যেত না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ ধর্মীয় বিষয়ে যত লিখেছেন অন্য কোনো ধর্মে এর নজির নেই। যেমন শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) একটি পৃথক কিতাব লিখেছেন, العلماء العذاب الذين اثروا العلم على الزواج অর্থাৎ ওই সকল ওলামায়ে কেরাম যারা ইলমের জন্য বিয়ে-শাদি পরিত্যাগ করেছেন। যাদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম হলেন, ১. হান্নবাদ ইবনে সারি কূফী মুহাদ্দিস ছিলেন। ২. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তবারী, মুফাসসির ছিলেন। ৩. আবু বকর ইবনুল আনবারী,

নাহুবিদ ও মুফাসসির ছিলেন। ৪. আবু আলী আল-ফারেসী, উচ্চমানের নাহুবিদ ছিলেন। ৫. আবু বকর আন্দলুসী, মুহাদ্দিস ছিলেন। ৬. মাহমুদ ইবনে ওমর যমখশরী, মুফাসসির ছিলেন। ৭. মহিউদ্দীন যাকারিয়া আন-নববী, মুহাদ্দিস ছিলেন, এবং মুসলিম শরিফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারক এবং অসংখ্য কিতাবের লিখক। ৮. আবুল হাসান ইবনু নফ্স দামাশক্বী। ৯. ইবনে তাইমিয়া হারানী, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির এবং অসংখ্য কিতাবের লিখক। ১০. ইজদুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে জমায়া মিসরী, ফকীহ ও উসূলে ফিকহের ইমাম ছিলেন। ১১. মুহাম্মদ তোলোন, প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ছিলেন। ১২. সুলাইমান ইবনে আমরুল জমীল, জালালাইন শরিফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার। ১৩. আবুল মায়ালী মাহমুদ শুকরী আলূসী, অনেক বড় সাহিত্যিক ছিলেন। ১৪. আবুল ওফা আল-আফগানী হিন্দি, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। এ ধরনের অগণিত মনীষী অতিবাহিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে এ সকল মনীষীদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাঁরা নিজেদের ধন-সম্পদ, সময় ও জীবন এবং চাওয়া-পাওয়া সব কিছু ইলমের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন। আজ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে এই সম্মান দান করেছেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, অথচ এখনো মুসলমানরা তাঁদের নাম সম্মানের সাথে স্মরণ করেন এবং রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ আপনার ওপর রহমত নাযিল করুন) বলে দোয়া করে। আমাদের পূর্বাপর ওলামায়ে কেরাম এত কষ্ট ও প্রচেষ্টা এবং মেহনত-মোজাহাদা করেছেন যে, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ জ-এর রচনা صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصيله-এর ভূমিকায় লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, যদি আপনারা আমাদের ওলামায়ে কেরামের জীবন চরিত অনুসন্ধান করে অধ্যয়ন করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, তাঁরা কেমন ছিলেন? এবং নিজেদেরকে কিভাবে গঠন করেছেন? তাঁরা তো এমন মানুষ ছিলেন, যাঁরা কেবল মাত্র ইলমের জন্য দূরদূরান্তের সফরে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণার ওপর ধৈর্যধারণ করেছেন। রাতের বেলায় নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিজেদেরকে ভীষণ কষ্টে নিপতিত করেছেন। এমনকি ইতিহাস তাদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে অক্ষম। আমি, আমার লেখনীতে তাদের সকলের আলোচনা গ্রন্থিত করার ইচ্ছুক নই। বরং নমুনা স্বরূপ মুষ্টিমেয় কয়েক জনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করব। কেননা তাঁদের কুরবানীর পরিমাণ এত বেশি যে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা দুষ্কর। ইলমের জন্য ধৈর্যের এমন বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে, যা মানুষের অন্তর গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি

জানায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সকল ঘটনাবলি শতভাগ বিশুদ্ধ। কেননা সনদের সাথে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী থেকে বর্ণিত। কিছু বিস্ময়কর কাহিনী আপনার সামনে পেশ করছি, যা আপনার বোধগম্য নাও হতে পারে। কিন্তু এত সহীহ ও সনদবিশিষ্ট বর্ণনা যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে বর্ণিত যে, আপনাকে বিশুদ্ধ মানতেই হবে। যেমন অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আ'শআস আস-সাজাসতানী (রহ.) আপন কিতাব সূনানে আবি দাউদের 'ক্ষেতের সদকা' অধ্যায়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যে, আমি মিসরের সফরে একটি মুরগি দেখেছি যে, তার দৈর্ঘ্য তের হাত এবং একটি বিশেষ ফল দেখলাম যে, তা কেটে উটের ওপর এভাবে বিছিয়ে দিয়েছে যে, তার এক অংশ উটের কুঁজের ডান পার্শে এবং অপর অংশ উটের কুঁজের বাম পার্শে বেষ্টন কওে আছে। কেউ কি তার সত্যায়ন করতে পারবে? কিন্তু এমন এক মুহাদ্দিস সাহেব তার বিবরণ দিচ্ছেন যার সততার ওপর উম্মতে মুসলিমার 'ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। তাই অদ্ভুত মনে করে মেনে নিতে হবে। তেমনি একটি কাহিনী মুহাম্মদ ইবনে রাফে (রহ.) উল্লেখ করেন, যিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসায়ী, আবু যুরআর মত শীর্ষ মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ ও শায়খ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি খচ্চর সমপরিমাণ একটি আঙুরের গুচ্ছ দেখেছি। অনুরূপ দশাধিক বিস্ময়কর কাহিনি শায়খ (রহ.) ভূমিকায় লিখেছেন। অতঃপর বলেছেন, যেমনি এসব কাহিনী আশ্চর্যজনক হওয়া সত্ত্বেও মেনে নিতে হয় যে, তা বিশুদ্ধ। তেমনি আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরাম ইলম অর্জন করতে গিয়ে যে সকল মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন তার ওপর ধৈর্যধারণের বিষ্ময়কর কাহিনীগুলোকেও মেনে নিতে হবে।'

ইলম অর্জন করতে গিয়ে পূর্বসূরিদের কুরবানীর কিছু নজির

ইসলাম সর্বপ্রথম ইলমেরই শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আদম ঐ-কে ইলম দান করেছেন। নবী করীম (সা.)-এর ওপর সর্ব প্র ম ইলমের ওহী নাযিল হয়েছে। তার প্রভাব এই হলো যে, উম্মতের সকল সদস্য ইলমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ জ বলেন, আমাদের উত্তরসূরি ওলামায়ে কিরামের অধিকাংশ দারিদ্র্যের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এই দারিদ্র্য তাদের ইলম

অর্জনের জন্য কখনো প্রতিবন্ধক হতো না। তাঁরা কখনো কারো সামনে নিজেদের প্রয়োজন তথা অভাবের কথা প্রকাশ করতেন না। তাঁরা ইলমের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক মুসিবত এবং বিপজ্জনক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন এবং এমন ধৈর্য ও নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, তাঁদের শক্তি ও সহনশীলতার সামনে স্বয়ং সবর অস্থির ও বেকরার হয়ে যায়। এই দারিদ্র্য নিয়ে তারা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকতেন। সদা কৃতজ্ঞতা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁদের কুরবানী তাঁদেরকে পৃথিবীতে আলোকিত করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক তালেবে ইলমের জন্য উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছে। সবকিছু কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহর খেদমত ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য করেছিলেন। তাঁদের কুরবানী দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোজন ও সংকলন সবুজ-শ্যামল নদীর তীরে অথবা বৃক্ষের ছায়ায় বসে সম্পাদন করা অসম্ভব। বরং এই কাজটি কলিজার তাজা রক্তের বিনিময়ে সম্ভব হয়েছে। এর জন্য অসহনীয় প্রচণ্ড গরমের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। রাতারাতি মিটমিট বাতির নিচে রাত্রজাগরণ করতে হয়েছে। বরং ইলম অর্জন করার রাহে আপন প্রিয় জীবন উৎসর্গ করাকে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে করতেন না। আসুন, আমরা তাঁদের চেষ্টা-কোশিশ ও মেহনত-মোজাহাদার কিছু দৃষ্টান্ত আলোচনা করি, যেন এই রাস্তার ওপর চলা আমাদের জন্যও সহজ হয়ে যায়।

1. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) যিনি মুফাসসিরে কুরআন নামে পরিচিত। তিনি কোনো মেহনত ও মোজাহাদা ছাড়া এমনিতেই পবিত্র কুরআনের বড় মুফাসসির হয়ে যাননি। বরং অত্যন্ত মেহনত ও কঠোর পরিশ্রমের পরই মুফাসসির হয়েছেন। তিনি নিজেই বর্ণনা দিচ্ছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি সাহাবায়ে কেরাম থেকে জিজ্ঞাসা করতাম, এবং হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতাম। আমি কখনো খবর পেতাম যে, অমুক সাহাবীর নিকট হাদীস রয়েছে, ঠিক তখন ই আমি তার বাড়িতে ছুটে যেতাম। সেখানে গিয়ে যদি জানতাম তিনি বিশ্রাম করছেন, তখন আমি চাদর গুটিয়ে তার দরজার সামনে শুয়ে যেতাম। দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত পরিবেশে ধূলিকণা উড়ে আমার ওপর এসে জড়ো হতো। ঘরের মালিক বের হয়ে আমাকে দেখলে আর্শ্চযান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, হে আল্লাহর রসূলের চাচাতো ভাই, আপনি কেন এসেছেন? আপনি কেন এত কষ্ট করেছেন? কাউকে পাঠিয়ে আমাকে কেন ডেকে পাঠাননি?

আমি বলতাম, না জনাব, আমাকেই আসতে হবে, অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস জেনে নিতাম। *(সবর ওয়া ইসতিকামাত, পৃ. ৫০)*

2. আবদুর রহমান ইবনে কাসেম জ যিনি ইমাম মালেক (রাহ.)-এর অন্যতম শীর্ষ ছিলেন। তিনি কিভাবে এতবড় ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস হয়েছেন? কাজী আয়ায (রহ.) *তারতীবুল মাদারিক* গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে কাসেম উতাকী (মৃত ১৯১ হি.) সম্পর্কে লিখেন, (স্মরণ রাখা চাই, তিনি ইমাম মালেক এবং লায়স প্রমুখের কৃতী ছাত্র ছিলেন) ইবনে কাসেম বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে রাতের শেষভাগে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছলাম। কখনো দুইটি, কখনো তিনটি আবার কখনো চারটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতাম। তখন মুহতারাম ইমাম সাহেবের স্বভাব খুবই শান্ত অনুভূত হতো। একদা তাঁর চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছি। ইমাম মালেক (রহ.) নামাযের জন্য মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিন্তু অধিক ঘুমের কারণে আমার কোনো খবর ছিল না। চোখ তখন ই খুলল যখন এক কৃষ্ণ দাসী আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, তোমার 'মুনিব-মালিক' চলে গেছেন, তিনি তোমার মতো গাফেল থাকেন না। আজ ৪৯ বছর ধরে তিনি সদা ইশার অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেন। এই কৃষ্ণ দাসী তাঁকে প্রায়শ ইমাম সাহেবের কাছে আনাগোনা করতে দেখে তাঁর দাস মনে করত।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর সুহবত-সংশ্রবে ১৭ বছর:

ইবনে কাসেম বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.)-এর সংশ্রবে ধারাবাহিকভাবে ১৭ বছর ছিলাম। কিন্তু এই সময়ে আমি কোনো প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় করিনি। (বাজারের অলি-গলিতে ঘোরাফেরাকারী ছাত্রভাইরা একটু ভেবে দেখতে পারেন, তিনি সতের বছর পর্যন্ত কোনো ক্রয়-বিক্রয় করেননি)।

পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ:

তিনি বলেন, একদিন আমি তাঁর সুহবতে বসা ছিলাম। হঠাৎ পবিত্র হজব্রত পালনকারী মুখোশপরিহিত এক মিসরী যুবকের আগমন হলো, তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-কে সালাম করে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের এখানে ইবনে কাসেম কে? লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত করেন। ওই ব্যক্তি আমার পার্শ্বে এসে আমার কপালে চুমু খেলেন। আমি তাতে এক অদ্ভুত সুগন্ধির অনুভব করলাম, কথা দ্বারা তার বিবরণ দেয়া যাবে না। বস্তুত সে ছিল আমার ছেলে। এই সুগন্ধি তার কাছ থেকে বের হচ্ছে। আমি যখন ঘর থেকে বের হলাম তখন সে মায়ের পেটে ছিল। আমি

তার মাকে (যিনি আমার স্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে আমার চাচাতো বোনও) বলে এসেছিলাম, আমি দীর্ঘদিনের জন্য যাচ্ছি। কখন ফিরব তা জানা নেই। তাই, তোমার জন্য অনুমতি আছে। যদি চাও আমার বিবাহে আবদ্ধ থাকবে, না হয় স্বাধীন হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারবে। কিন্তু ওই আল্লাহর বাঁদী স্বাধীন হওয়ার পরিবর্তে আমার বিবাহে আবদ্ধ থাকলেন। *(সবর ওয়া ইস্তিকামত কে পায়কর, পৃ. ৫১-৫২)*

৩. মুহাম্মদ ইবনে তাহের মুকাদ্দিসী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হাদীসের ইলম অর্জন করার জন্য প্রচণ্ড গরম ও তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার কারণে বহুবার রক্ত প্রস্রাব করেছেন।

৪. আবু নসর সঞ্জরী (রহ.)-এর ইলম অর্জনের যমানা: হাফেজ যাহাবী (রহ.) তাযকারাতুল হুফফায গ্রন্থে আবু নসর সঞ্জরী (রহ.)-এর সম্পর্কে লিখেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে হাতেম, আবু নসর সঞ্জরী (মৃত: ৪৪৪ হি.) হাদীস শাস্ত্রে 'হাফেয'-এর মর্যাদা লাভ করেছেন। শুধু এটি নয়, বরং তিনি তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় হাফেজে হাদীস, ইমাম এবং সুন্নতের আলোকবর্তিকা ছিলেন। এই মহান ব্যক্তি হাদীসের জ্ঞান আহরণ করার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করতেন।

এক মহিলার প্রস্তাব:

আবু ইসহাক হব্বাল (রহ.) বলেন, আমি একদিন আবু নসর সঞ্জরী (রহ.)-এর সুহবতে বসা ছিলাম। কোনো আগন্তুক এসে দরজার কড়া নাড়ল। আমি দরজা খুলে দিলাম। তখন দেখলাম একজন মহিলা ঘরে প্রবেশ করল। সে একশত দিনারের একটি থলে বের করল এবং তা শায়খের সামনে রেখে বলল, এগুলো নিয়ে যেখানে ইচ্ছা খরচ করুন। শায়খ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উদ্দেশ্য কী?

তখন সে বলল, 'আমি চাই, আপনি আমাকে বিয়ে করুন, যদিও আমার বিয়ে-শাদির কোনো প্রয়োজন নেই তবে এভাবে আপনার খেদমত করতে চাই'। তখন শায়খ বলেন, থলে নিয়ে এখান থেকে উঠে যাও। যখন সে চলে গেল, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি আপন জন্মভূমি সিজিস্থান থেকে শুধুমাত্র ইলম অর্জন করার নিয়্যাতেই ঘর থেকে বের হয়েছি। এখন যদি আমি হই তাহলে আমি আর তালেবে ইলম কিভাবে রইলাম? আল্লাহ তাআলা ইলম অর্জনের যে ছওয়াব রেখেছেন তার ওপর আমি কখনো কোনো বস্তুকে প্রাধান্য দিতে পারি না। *(সবর ওয়া ইস্তিকামত কে পায়কর, পৃ. ৪৪)*

৫. হাফিয ইবনে মুনদা (রহ.) স্বদেশ থেকে বিশ বছর বয়সে ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। এবং ধারাবাহিকভাবে ৪৫ বছর পর্যন্ত সফর করে ইলম অর্জন করেছেন। অতঃপর ৬৫ বছর বয়সে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যখন ঘর থেকে বের হলেন, তখন মুখে একটি দাড়িও গজেনি। আর যখন প্রত্যাগমন করেন তখন চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু এত সময়ে কত ইলম অর্জন করেছেন? জাফর মুস্তাগফিরী বলেন, আমি হাফেজ আবু আব্দ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুন্দা (রহ.) থেকে এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কত ইলম অর্জন করলেন? তখন তিনি বলেন, পাঁচ হাজার মণ পরিমাণ, আল্লাহু আকবার!।

৬. ইমাম শাবী ইবনে শুরাহিল কূফী হামদানী (রহ.)-একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ জানতে চাইলেন, আপনি কিভাবে জ্ঞান অর্জন করেছেন? তখন তিনি বলেন, চারটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরার কারণে।

1. কখনো কোনো কিতাব বা খাতার ওপর ভরসা করিনি, বরং যা শুনেছি সব মুখস্থ করে নিয়েছি।
2. ইলম অর্জনের জন্য দেশে দেশে সফর করেছি।
3. জড় পদার্থের ন্যায় ধৈর্যধারণ করেছি, অর্থাৎ জড় পদার্থকে পানাহার দাও বা না দাও, সদা চুপ থাকে। আমিও তৃষ্ণা-ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করতাম।
4. কাকের মতো সকাল সকাল ওঠে যেতাম, অর্থাৎ খুবই অল্প ঘুমাতাম। তাই আমি এই ইলমের অধিকারী হয়েছি।

তিন. সর্বোচ্চ মনোবল:

প্রিয় তালেবে ইলম বন্ধুরা! এগুলো ছিল আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্তহীন চেষ্টা ও মুজাহাদা। তাই বোঝা যায় ইলম অর্জন করার জন্য ধারাবাহিক মেহনত ও সর্বোচ্চ মনোবল প্রয়োজন। আল্লামা যুরনূজী (রহ.) বলেন, যদি খুবই মেহনত হলো কিন্তু উচ্চ মনোবল না থাকে তখনো বেশি ইলম অর্জন করা যাবে না। সাহস তো আছে তবে যদি মেহনত না থাকে তখনো ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমানে আমাদের ছাত্রদের কাছে এই মহামারি ছড়িয়ে আছে যে, তাদের কাছে মেহনতের জযবা ও আবেগ নেই। যদি মেহনতের জযবা আসে তবে উচ্চ মনোবল নেই, অর্থাৎ কোনো কিতাবকে যখন মেহনতের পর বুঝে না আসে তখন জটিল মনে করে নিরাশ হয়ে পড়ে। এটি অনেক বড় ভুল। যেমন আমরা আমাদের আসলাফদেরও মেহনত-মোজাহাদার ওপর কয়েকটি বিস্ময়কর কাহিনী উল্লেখ করেছি

তেমনি তাদের উচ্চ মনোবলের দু-একটি উদাহরণ নমুনা স্বরূপ পেশ করছি। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) বলেন, আমি ছাত্রদের ওপর আশ্চর্যান্বিত, তারা তো নিজেরাই অবলোকন করছে যে, প্রত্যেক মূল্যবান বস্তু অর্জন করার জন্য উচ্চ মনোবল ও চেষ্টা-কোশিশের প্রয়োজন। কিন্তু ইলম সম্পর্কে তারা মনে করে তা এমনে এমনি অর্জিত হয়ে যাবে। এটি কী করে সম্ভব? যেহেতু ইলম হলো পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে বেশি মূল্যবান। একটু ভেবে দেখুন, তার জন্য কত সাহস ও মেহনতের প্রয়োজন! ধারাবাহিক মেহনত ও লাগাতার তাকরার এবং আরাম ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করলেই ইলম অর্জিত হয়। একজন ফকীহ বলেন, আমি এক যুগ ধরে ‘হারিসা’ (আরবের এক প্রকার সুস্বাদু খাবার) খাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু কখনো খেতে পারিনি। কেননা তখন ‘হারিসা’ বাজারে বিক্রি হতো। বাজারে গেলে দরস ছুটে যাবে, তাই যায়নি। কারণ কখনো আমি দরস পরিত্যাগ করাকে পছন্দ করতাম না। ইবনে কসীর (রহ.) বলেন, শরীরের আরামের সাথে ইলম অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। ইমাম মযানী (রহ.) বলেন, কেউ ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ইলম অর্জন করে কেমন তৃপ্তি পান? তিনি বলেন, যখন আমি কোনো নতুন জ্ঞানের দিক উম্মোচন করি, বা নতুন কোন ইলমী কথা শ্রবণ করি তখন আমি এত আনন্দিত হই এবং স্বাদ পাই, মনে চায় আমার শরীরের সকল অঙ্গেও যদি শ্রবণশক্তি থাকত তাহলে প্রত্যেক অঙ্গই এই স্বাদ গ্রহণ করত। অতঃপর কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ইলমের প্রতি কী পরিমাণ লোভ করেন? আপনি কি এত পরিমাণ লোভ করেন যে পরিমাণ কোনো সম্পদ লোভী মানুষ সম্পদের প্রতি লোভী হয়ে থাকে? অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, আপনার ইলম অর্জন করার পদ্ধতি কী? তখন তিনি বলেন, ওই সন্তানহারা মায়ের মত যিনি তার সন্তানের তালাশে কোনো অনিষ্টের পরোয়া করে না। ইমাম শাবী (রহ.) বলেন, আমি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবরাহীম হারাবীর পাশে পঁচিশ বছর অবস্থান করেছি। ইলমে নাহুর ইমাম, খলীল ফরাহেদী (রহ.) বলেন, ওই সময়টি আমার জন্য খুবই কষ্টকর যে সময়টি আমি পানাহাওে ব্যয় করি। কেননা তাতে কোনো ইলম অর্জন করা যায় না। আম্মার ইবনে রজা (রহ.) বলেন, ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি নিজের হাতে খানা খেতে পারিনি। আমি হাদীস লিখতাম আর আমার বোন আমাকে লোকমা বানিয়ে খাইয়ে দিতেন।

বাকী ইবনে মাখলাদের বিস্ময়কর কাহিনী:

এটি এমন এক ইলম পাগলের ঘটনা যিনি সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহস্র মাইল পায়ে হেঁটে সফর করেছেন। কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, সেখানে মুসলমানদের একজন প্রসিদ্ধ বড় আলেম আছেন, তার সুহবত-সান্নিধ্য অর্জন করা এবং তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করা। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন তখন শুনতে পেলেন, সরকার কর্তৃক তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যে, তিনি কাউকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারবেন না। এবং তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎও কেউ করতে পারবে না। কিন্তু এই লোক ইলমের পাগল ও প্রকৃত ইলম অর্জনকারী ছিলেন, তিনি ইলম অর্জনের এমন পন্থা অবলম্বন করেন যে, তার কল্পনা করাও সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য।

বাকী ইবনে মাখলাদের হেঁটে বাগদাদ সফর:

জ্ঞানের অঙ্গনের ঐতিহাসিক রচনা *মানহাজে আহমদ ফি তারাজীমি আসহাবে ইমাম আহমদ* গ্রন্থে ইমাম বাকী ইবনে মাখলাদ আন্দলুসী (রহ.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, হাফিযে হাদীস আবু আবদুর রহমান বাকী ইবনে মাখলাদ আন্দালুসী (রহ.) ২০১ হিজরীতে জন্মলাভ করেন, তিনি স্পেন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত হেঁটে সফর করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের খেদমতে হাজির হয়ে ইলমে হাদীস অর্জন করা।

ভয়ানক সংবাদ:

স্বয়ং তিনি বলেন, যখন আমি বাগদাদেও কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন ওই পরীক্ষা ও বিপদের সংবাদ পেলাম যা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ওপর চেপে বসে ছিল। এবং জানতে পারলাম তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করা বা তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই সংবাদ পেয়ে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হলাম। আমি সেখানেই থেমে গেলাম। আসবাবপত্র মুসাফিরখানার একটি কামরায় রেখে বাগদাদের একটি আজীমুশশান মসজিদে পৌঁছলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, মানুষ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সম্পর্কে কী বলে তা খতিয়ে দেখা। এবং তাঁর সম্পর্কে কী কী অভিযোগ করছে? তা জেনে নেওয়া।

এক অপূর্ব দরস:

হঠাৎ সেখানে অত্যন্ত সুন্দর ও সুসজ্জিত দরস দেখলাম। এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী আলোচনা করছেন। তিনি কাউকে দুর্বল ও কাউকে শক্তিশালী

বলছেন। আমি আমার পাশে লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে? ওই ব্যক্তি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন! আমি তাঁর নিকটে একটি খালি জায়গা দেখে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, শায়খ আবু যাকারিয়া! আমি একজন বিদেশি লোক। আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূওে অবস্থিত। আমি আপনার কাছ থেকে কিছু বিষয় জেনে নিতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি বলেন, কী বলতে চান? বলেন।

কয়েকটি প্রশ্ন:

আমি এমন অনেক মুহাদ্দিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি কাউকে ঠিক এবং কাউকে বেঠিক বলেছেন। পরিশেষে হিশাম ইবনে আম্মার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সাথে আমি কয়েক দফা সাক্ষাৎ করেছি। তাঁর কাছ থেকে হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার রপ্ত করেছি। তিনি তাঁর নাম শুনে বলেন, আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইবনে আম্মার, দামেশকের অধিবাসী। অনেক বড় নামাযী এবং সিকা নির্ভরযোগ্য বরং তার চেয়েও ঊর্ধ্বে। আমি এতটুকু বলার পর পরই দরসের অন্যরা চিৎকার দিয়ে উঠল, জনাব সংক্ষিপ্ত করুন। অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিন। আমি দাঁড়িয়ে আরজ করলাম, হযরত! আমি আহমদ ইবনে হাম্বল সম্পর্কে জানতে চাই। এ কথা শুনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন আমার দিকে খুবই আর্শ্চযান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, আমার মতো লোকের পক্ষে আহমদ ইবনে হাম্বলের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি তো মুসলমানদের ইমাম, তাদের স্বীকৃত আলেম, জ্ঞান ও গুণের অধিকারী এবং সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ঘরে:

তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করতে করতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ঘরে পৌঁছলাম। তাঁর দরজার কড়া নাড়লাম। তিনি তাশরীফ আনলেন এবং দরজা খুললেন, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করলেন। স্পষ্ট কথা আমি তাঁর নিকট একজন অপরিচিত লোক। তাই আমি তাঁকে বললাম, হযরত! আমি একজন বিদেশি লোক, এই শহরে প্রথম দফা এসেছি। হাদীসের অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য এবং কেবলমাত্র আপনারই খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্যই এই সফর। তিনি বলেন, ভেতরে এসো, যেন তোমাকে কেউ দেখতে না পায়।

প্রশ্নোত্তর:

আমি ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, সুদূর প্রাচ্যে। তিনি বলেন, আফ্রিকা? আমি বললাম, আরও অনেক দূরে। আফ্রিকা যেতে আমাদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। আমি আন্দলুসের বাসিন্দা। তিনি বলেন, বাস্তবেই কি তোমার দেশ অনেক দূরে? ঠিক আছে, তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে যতটুকু সাধ্য-সহযোগিতা করাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু কী করব? এখন তো বিপদে আছি। হয়ত তুমি জেনেছ। তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি এ ব্যাপারে শহরের নিকটে এসেই জানতে পারি।

আমি ভিক্ষুক হয়ে আসা-যাওয়া করব:

আমি বললাম, আবু আবদুল্লাহ! আমি প্রথম দফা এই শহরে এসেছি। আমাকে কেউ চেনে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি প্রতিদিন ফকীরের বেশে আপনার নিকট আসা-যাওয়া করব এবং দরজায় সেই আওয়াজই করব, যা তারা করে থাকে। আপনি তাশরীফ আনবেন। যদি প্রতিদিন একটি করে হাদীস শুনতে পারি তা আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন, ঠিক আছে। কিন্তু শর্ত হলো, তুমি মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এবং অন্য কোনো মুহাদ্দিসগণের দরসেও যেতে পারবে না। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি তা মঞ্জুর করলাম।

ইলমের ফজিলত ও গুরুত্বের ওপর ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় কিছু ঘটনা নিচে দেওয়া হলো:

১. হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে জ্ঞান বনাম সম্পদের পরীক্ষা:

একবার খারেজীদের একটি দল হযরত আলী (রা.)-কে পরীক্ষা করার জন্য এবং জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন করল। তারা দলবদ্ধ হয়ে একই প্রশ্ন করল, 'জ্ঞান শ্রেষ্ঠ নাকি ধন-সম্পদ?'

হরত আলী (রা.) বিচক্ষণতার সাথে উত্তর দিলেন, 'জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।' তারা জানতে চাইল, 'কীভাবে?'

তিনি তখন উপস্থিত সবাইকে বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।'

তখন একে একে সবাই একই উত্তর দিল, 'ধন-সম্পদ নয়, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।'

হরত আলী (রা.) তখন মুচকি হেসে বললেন, 'তোমরা যদি সবাই একই উত্তর দিতে, তবে আমি তোমাদের সবাইকে একই সম্পদ বণ্টন করে দিতাম। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছ, যার ফলে আমি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিলাম। এর থেকে

প্রমাণিত হয় যে, ধন-সম্পদ ভাগ করলে কমে যায়, কিন্তু জ্ঞান যত বেশি মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়, ততই তা বৃদ্ধি পায় ও বিকশিত হয়।' [1, 2, 3, 4]

২. ইমাম বাকী ইবনে মাখলাদ (র.)-এর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা:

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বাকী ইবনে মাখলাদ (র.) হাদিস সংগ্রহের জন্য সুদূর স্পেন থেকে পায়ে হেঁটে বাগদাদে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তৎকালীন হাদিসের মহান ইমাম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)। কিন্তু তখন ইরাকের শাসকের পক্ষ থেকে ইমাম আহমদের ওপর সাধারণ মানুষের সাথে দেখা করার নিষেধাজ্ঞা ছিল।

এতে বাকী ইবনে মাখলাদ (r) দমে যাননি। তিনি একজন ভিখারির বেশ ধারণ করে প্রতিদিন ইমাম আহমদের দরজায় গিয়ে বলতেন, 'صدقة' বা 'আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করুন'। ইমাম আহমদ (র.) তার দরজার নিচ দিয়ে কিছু হাদিস বা সামান্য রুটি দিতেন। এভাবে প্রতিদিন হাদিস সংগ্রহ করতে করতে একসময় তিনি বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার অর্জন করেন এবং নিজেই পরবর্তীতে একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও আলেমে পরিণত হন। [1, 2]

৩. জ্ঞানীদের জন্য সমুদ্রের মাছের দোয়া:

হাদিস শরীফে জ্ঞানের মর্যাদায় বলা হয়েছে, আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টি এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত একজন দ্বীনী আলেম বা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটি ইলমের সর্বোচ্চ ফজিলত ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ।

এই ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইলম হলো এমন এক মহামূল্যবান সম্পদ, যা অর্জনের জন্য কষ্ট স্বীকার করলেও তা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এর পুরস্কার সীমাহীন। [1, 2]

দ্বীনি শিক্ষা বা ধর্মীয় জ্ঞান হলো এমন এক আলোকবর্তিকা, যা মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ দেখায়। এটি মানুষকে স্রষ্টার পরিচয়, সঠিক জীবনাচার, এবং নৈতিকতার মূল পাঠ দিয়ে একজন আদর্শ, সৎ ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

ইসলামে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিচে কয়েকটি প্রধান পয়েন্টে তুলে ধরা হলো:

- ফরজ ইবাদত ও বিধান পালন: পবিত্র কোরআনের প্রথম নির্দেশই হলো "ইকরা" বা "পড়"। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো সঠিকভাবে পালন করতে দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই।
- নৈতিক চরিত্র গঠন: দ্বীনি শিক্ষা মানুষের ভেতর খোদাভীতি ও তাকওয়া তৈরি করে। ফলে মানুষ মিথ্যা, চুরি, দুর্নীতি, ও অন্যের হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকে এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস: কুসংস্কার, শিরক ও বিদআত থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামী বিশ্বাস অর্জনে দ্বীনি শিক্ষার জ্ঞান অপরিহার্য।
- দ্বীনি শিক্ষার ফজিলত: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন"। এছাড়া দ্বীনি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেওয়া হয়।
- পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ: এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করে।

দ্বীনি শিক্ষা কেবল আখিরাতের পুঁজিই তৈরি করে না, বরং ইহকালেও একজন মানুষকে আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জনকে ইবাদতের সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের পথে অতীত মনীষীদের একাগ্রতা, আত্মত্যাগ ও বিস্ময়কর ঘটনা যুগে যুগে মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করেছে। ইলম সম্পর্কে কয়েকটি শিক্ষণীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর ঘটনা:

কুরআনে বর্ণিত সূরা কাহাফের ঘটনাটি ইলম অন্বেষণের এক অনন্য উদাহরণ। সৃষ্টিজগতের গোপন রহস্য ও বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য একজন উলুল আযম (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) নবী হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আ.) অপর এক নবী খিজির (আ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর সাথে কষ্টকর সফর করেছিলেন।

২. আবু হুরায়রা (রা.)-এর ইলম প্রীতি:

প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.) ইলম অর্জনের জন্য এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, জ্ঞান অর্জনকেই তিনি নিজের প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষুধা ও

দারিদ্র্যের কারণে প্রায়ই তিনি মসজিদে নববীর বারান্দায় (আহলে সুফফা) অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন।

৩. ইমাম ইবনে হাযম (রহ.)-এর দেরিতে ইলম অর্জন:

বিখ্যাত আন্দালুসি আলেম আল্লামা ইবনে হাযম রহ.-এর ইলম অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল ২৬ বছর বয়সে। একটি জানাজায় শরিক হয়ে তিনি নিয়ম অনুযায়ী মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে উঠিয়ে দিয়ে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করতে বলে। পরে আসরের নামাজের পর নফল পড়তে গেলে অন্য মুসল্লিরা তাঁকে নিষেধ করেন। এই দুটি সাধারণ বিষয় না জানার কারণে নিজের অজ্ঞতা বুঝতে পেরে তিনি সেদিন থেকেই ইলম অর্জনে ব্রতী হন এবং পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে একজন অবিসংবাদিত ইমামে পরিণত হন।

৪. গ্রন্থ রচনায় ইবনে সুহনোন (রহ.)-এর তন্ময়তা:

বিখ্যাত আলিম ইবনে সুহনোন রহ. কোনো একটি কিতাব সংকলনে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, রাতে তার বাঁদি খাবার খাইয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তা টের পাননি। ইলমের প্রতি তাঁর এই গভীর মনোযোগ ও একাগ্রতা সালাফদের জ্ঞান সাধনার এক চমৎকার নিদর্শন।

এই ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, সঠিক জ্ঞান বা ইলম অর্জনের জন্য প্রবল আগ্রহ, ধৈর্য এবং প্রজ্ঞা অপরিহার্য। ধর্মীয় ও পার্থিব—উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই।

ইলম অর্জনই ছিল যে সাহাবির খাদ্য

প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হুরায়রা আদ-দাউসি (রা.)। পূর্ব নাম আবদু শামস। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুল (স.) তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান। 'আবু হুরায়রা' উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি 'দাউস' গোত্রের সন্তান। (আল ইসাবাহ: ৭/৩৪৮-৩৪৯)

'আবু হুরায়রা' নামে পরিচিতির কারণ

ইমাম তিরমিজি (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি 'আবু হুরায়রা' উপনামে কেন

ভূষিত হলেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, (ছোটবেলায়) আমি আমাদের ছাগল চরাতাম। বিড়ালের একটি বাচ্চা ছিল আমার। আমি তাকে রাতের বেলা গাছের ওপর ছেড়ে দিতাম। আর দিনের বেলা সঙ্গে রাখতাম; তাকে নিয়ে খেলা করতাম। লোকজন তা দেখে আমাকে 'আবু হুরায়রা' ডাকতে শুরু করল। (একসময় এতেই আমি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলাম।) (তিরমিজি: ৩৮৪০)

অপর বর্ণনামতে ইসলামগ্রহণের পর একবার তিনি বিড়ালের একটি বাচ্চা জামার হাতার মধ্যে রাখলেন। রাসুল (স.) তা দেখে বলেন, তুমি 'আবু হুরায়রা' (বিড়াল-ওয়ালা)। এরপর তিনি এ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। (আল-ইসাবাহ: ৭/৩৪৮- ৩৪৯)

মহানবী (স.)-এর সাহচর্যে ইলম অর্জন

আবু হুরায়রা (রা.) প্রসিদ্ধ সাহাবি তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসি (রা.)-এর দাওয়াতে ইসলামগ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি নিজ গোত্রে অবস্থান করেন। এরপর সপ্তম হিজরির শুরুর দিকে স্বগোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মদিনায় আসেন। তখন রাসুল (স.) খাইবারে। সেখানে গিয়ে রাসুল (স.)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। যুদ্ধশেষে রাসুল (স.)-এর সঙ্গে ফিরে আসেন মদিনায়। (আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা: ৪/২৪৪, ১৮১পৃ., ক্র.৫২০, ৪৩৩)

নবীজির সান্নিধ্যে থাকতে উপার্জনের পথ খুঁজেননি

মদিনায় আসার পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসুল (স.)-এর সাহচর্যে ও খেদমতে লেগে থাকেন এবং তাঁর তালিম ও তারবিয়তে নিজেকে গড়তে থাকেন। তিনি ছিলেন মসজিদের পাশে অবস্থিত 'সুফফা' মাদরাসার অন্যতম ছাত্র, যেখানে খাবারের ব্যবস্থা হলে খেতেন, অন্যথায় উপোস থাকতেন। যেহেতু তিনি সবসময় নবীজির দরবারেই পড়ে থাকতেন, নবী (স.) যখন যা-ই বলতেন মুখস্থ করে নিতেন, ফলে আয়-উপার্জনের কোনো সুযোগও ছিল না তাঁর। ক্ষুধা-পিপাসাকে সঙ্গী করেই চলতে হত তাঁকে।

রাসুল (স.) যে খাদ্য হাদিয়া পেতেন, প্রায় সময়ই তা আসহাবে সুফফার মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। আবু হুরায়রার ভাগে যতটুকু পড়তো, অপর্যাপ্ত হলেও তা খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন। সাহাবিরা তাঁকে কখনও ক্ষুধায় কাতর দেখলে নিজের ঘরে ডেকে

নিয়ে আহার করাতেন। একদা জাফর ইবনে আবু তালিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান; কিন্তু ঘরে কিছু না থাকায় ঘি'এর শূন্য পাত্রটি হাজির করলেন। আবু হোরায়রা তা-ই চেটে ক্ষুধা বৃত্তির প্রয়াস পেলেন। অনেক সময় খেজুর আর পানি খেয়েই তিনি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন। কখনও কখনও পেটে পাথর বেঁধে শুয়ে থাকতেন; কিন্তু কোনো দিন কারো নিকট কিছু চাইতেন না।

একবার তিনি মসজিদের দিকে রওনা হলেন। মসজিদে নববির সামনে দেখলেন- কিছু লোক জটলা বেঁধে আছে। এগিয়ে গেলেন তিনি। তারা দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন- আবু হুরায়রা! কী জন্য এলে এখানে? তিনি বললেন, ক্ষুধায় আর টিকতে পারছি না, বের হলাম- দেখি কী হয়! তারা বলল- হায় আল্লাহ! আমরাও তো ক্ষুধার কারণেই এখানে সমবেত হয়েছি। রহমতের নবী ঘর থেকে বেরিয়ে জানতে চাইলেন—এ মুহূর্তে তোমরা এখানে! তখন তারা তাদের অবস্থার কথা জানালো। তখন নবীজি তাদের প্রত্যেককে দুটি করে খেজুর তুলে দিলেন এবং বললেন, খেজুর দুটো খেয়ে পানি পান করে নিও, আজ আর সারাদিন তোমাদের ক্ষুধা লাগবে না। আবু হুরায়রাও দুটো খেজুর নিলেন। কিন্তু খেলেন মাত্র একটি। অপরটি রেখে দিলেন। নবীজি দেখে ফেললেন- 'আবু হুরায়রা! আরেকটা তুলে রাখছ কী জন্যে?' তিনি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! বাড়িতে মা আছেন, এটি তাকে দেবো। 'না, না দুটোই তুমি খেয়ে নাও। তোমাকে আরও দুটো দিচ্ছি। মা'কে নিয়ে দেবে।' (তবাকাতে ইবনে সা'দ: ৪/৩২৮; তারিখে ইবনে আসাকির: ৫৮/৪৪০)

এই হচ্ছে আবু হুরায়রার ক্ষুধাকাতর জীবন। এরকম অবস্থায়ও তিনি নবীজির সঙ্গ ছাড়েননি। খাবারের ফিকির করতে গেলে রাসুল (স.)-এর তালিম থেকে অনুপস্থিত থাকতে হবে—সে কথা ভেবে খাবার নিয়ে কোনো চিন্তাও করতেন না।

স্মৃতিশক্তি ও হাদিস বর্ণনা

একদা তিনি রাসুল (স.)-এর কাছে এ মর্মে অভিযোগ করলেন যে হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার থেকে অনেক হাদিস শুনেছি, তবে তা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করলেন, তোমার চাদর বিছাও। তিনি বিছালেন। অতঃপর রাসুল (স.) চাদরে হাত বুলিয়ে দিয়ে তা বুকে জড়িয়ে নিতে বললেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা বুকে জড়িয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমি কোনো কিছু ভুলিনি। ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন, আট শরও বেশি সাহাবি ও তাবেঈন তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। (আত-তাবাকাতুল কুবরা: ৪/২৪৫, ২৪৬)

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ৫৩৭৪টি হাদিস বর্ণিত আছে। ইবনে কাসির (রহ.) ইমাম বুখারি (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি ও তাবেঈনদের সংখ্যা ৮০০ থেকেও বেশি। তাঁর শিষ্যদের তালিকায় হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১০৩)

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী হলেও অনেক হাদিস তিনি প্রকাশ করেননি। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (স.)-এর নিকট থেকে দুটি পাত্র (জ্ঞান) সংরক্ষণ করেছি। যার একটি আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত।' (বুখারি: ১২০; মেশকাত: ২৭১)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামগণ বলেন, সে পাত্রে নিকৃষ্ট নেতাদের নাম, অবস্থা ও সময়কাল স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। অবশ্য আবু হুরায়রা (রা.) কোনো কোনো সময় তাদের উপনাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জীবনের ভয়ে স্পষ্ট করে নাম উল্লেখ করেননি। যেমন একটি উদাহরণ হলো— তিনি দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ষাট হিজরি থেকে আশ্রয় চাই। বালকদের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় চাই। এর দ্বারা তিনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। কারণ তিনি ষাট হিজরিতে খেলাফত লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা আবু হুরায়রা (রা.)-এর দোয়া কবুল করেন। তিনি ঊনষাট হিজরিতে মারা যান। (ফাতহুল বারি: ১/২১৬)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বিখ্যাত এই জ্ঞানসাধক সাহাবির জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইলমে দ্বীন না থাকলে আল্লাহর দাসত্ব হারিয়ে যায়,
ইবাদত শুধু রীতিতে রূপ নেয়, আত্মা নিদ্রায় চলে যায়।

মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত এবং মর্যাদাবান হতে চায়। আর সম্মান এবং মর্যাদা আসে দু' কারণে।

এক নাম্বার হলো সম্পদ এবং টাকা-পয়সার কারণে।

দুই নাম্বার হলো ইলম এবং জ্ঞানের কারণে।

তবে টাকা পয়সার কারণে যে সম্মান আসে সেটা বেশি দিন থাকে না, যতদিন টাকা-পয়সা আছে ততদিন সম্মান আছে, টাকা-পয়সা শেষ সম্মানও শেষ।

অপর দিকে ইলম এবং জ্ঞানের কারণে যে সম্মান আসে সেটা কখনও শেষ হয় না।

➔ হযরত আলী (রাঃ) বলেন

العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق‘ ،ِ

সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়’।

➔ “ইলম হলো একটি অমূল্য রত্ন” তাই তো হযরত আলী রা. গর্ব করে বলতেন।

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا
لَنَا عِلْمٌ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ
فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ عَنْ قَرِيبٍ
وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَىٰ لَا يَزَالُ

অর্থ: আমরা আল্লাহ্ তাআলার বন্টনে সন্তুষ্ট হয়েছি, তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন ইলমে ওহী আর আমাদের শত্রু (রুম পারস্যকে) দিয়েছেন ধন সম্পদ
নিশ্চয় এই ধন সম্পদ একদিন ধংস হয়ে যাবে, কিন্তু ইলম এটা সব সময় অমর হয়ে থাকবে। এটা কখনও ধ্বংস হবে না।

★ ধন সম্পদ আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত। ইলম এটাও আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত। তবে ধনসম্পদের চেয়ে ইলম হলো অনেক উত্তম নেয়ামত। কারণ ধনসম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা ফেরআউনকে, নমরুদকে, কারুনকে।
আর ইলম দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা সম্মানিত নবী রাসূলগনকে। আর যে নেয়ামত আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগনকে দিয়েছেন তা অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ও মূল্যবান নেয়ামত।

➔ এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِين.َ

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। (শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪)

⊗ কুরআন-সুন্নাহ্য় ইলম হাসিল করার ব্যাপারে আরো অনেক গুরুত্বারোপ রয়েছে। যেমন:

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই হলো ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি।

➔ কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা নাহল :আয়াত ৪৪)

➔ অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করবে এবং শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।
(সূরা জুমুআহ :আয়াত ২)

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহর ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী সাঃ আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেনঃ

يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৩০)

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন।

➔ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি আপনার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, আপনি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে।

(সূরা কাহাফ : আয়াত৬৬)

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দেন।

(সূরা ত্ব-হা:আয়াত ১১৪)

➔ আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন,

ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

➔ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়।

(সূরা তাওবা : আয়াত ১২২)

➔ প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেনঃ

কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না।

(তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন, এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

➔ (১) ইলমের কারণে আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন :

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ-

‘আর আল্লাহ তাআলা আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে

এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।
(বাক্বারাহঃ আয়াত৩১-৩২)
অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?
(বাক্বারাহঃ আয়াত ৩৩)
এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন।

➔ (২) সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم.ْ

পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পড়ুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।
(সূরা আলাক: আয়াত ১-৫)

➔ (৩) অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْن.َ

বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?। (সূরা যুমার : আয়াত ৯)

➔ (৪) কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت.ٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।
(সূরা মুজাদালাহ: আয়াত ১১)

★ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা সংক্রান্ত একটি শিক্ষনীয় ঘটনা:

একদা একজন 'তালিবুল ইলম' দীর্ঘদিন তার উস্তাদের কাছে ইলম অর্জন করার পর যখন বিদায় নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছিল তখন উস্তাদ ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার কাছে ৩৩ বছর অবস্থান করেছ" "এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছো?" ছাত্রটি বলল, "আমি আপনার নিকট থেকে মাত্র ছয়টি বিষয় শিখেছি।" উস্তাদ বললেন, "এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুমি মাত্র ছয়টি বিষয় শিখেছো? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ'ন। তোমার মধ্যে কী আল্লাহর ভয় বলতে কিছু নেই?" ছাত্র বলল, "আমি সত্য বলছি, মিথ্যা নয়।" উস্তাদ এবার বললেন, "আচ্ছা তাহলে বলো, কী সেই ছয়টি বিষয়?" এবার ছাত্রটি বলতে লাগলঃ

(১) আমি দেখলাম দুনিয়ার মানুষের মধ্যে শুধু হিংসা আর হিংসা। একজন আরেকজনের সাথে হিংসা করে। কেউ কাউকে ভালবাসেনা। আর আমি যখন আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলাম,

وَنَزَعۡنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ

"আমি জান্নাতীদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য সম্পূর্ণরূপে বের করে দেবো, তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে (আরাম করে) বসবে।" সুরা হিজরঃ ৪৭।

তখন দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী বর্জন করে আমি জান্নাত যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলাম।

উস্তাদ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে চাও?

ছাত্র বললঃ আমি আল্লাহ তাআ'লার এই বাণী পাঠ করেছি, وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

"আর যারা তাদের রবের সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে তাদের প্রত্যেকের জন্যে (পুরষ্কার হিসেবে) দুইটি করে জান্নাত রয়েছে।" সুরা আর-রাহমানঃ ৪৬।

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেছেন,

وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ
فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ

“আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভীত হলো এবং নিজের নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রাখলো, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।” সুরা নাযিয়াতঃ ৪০-৪১।

সুতরাং, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই সাথে জান্নাতের আশা নিয়ে আল্লাহর ভয়েই আমি নেক আমল করি। আর আমি আমার নফস থেকে খারাপ চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি বের করে ফেলেছি এবং নফসকে একদম সোজা করে ফেলেছি।

(২) আমি দেখলাম দুনিয়ার প্রত্যেকেই একজন করে খাস বন্ধু গ্রহণ করে। আমিও একজন বন্ধু খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম, সেই বন্ধুও এক সময় আলাদা হয়ে যাবে। কারণ মৃত্যুর সময় কারো বন্ধুই সাথে যায়না। একমাত্র তার আমলই সাথে যায়। তাই আমি দুনিয়ার কোন মানুষকে বন্ধু না বানিয়ে, শুধুমাত্র আখেরাতের জন্যে নেক আমলকেই বন্ধু বানালাম। উস্তাদ বললেন, “তুমি খুব ভাল করেছ।”

(৩) আমি দুনিয়ার মানুষের মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, তাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু জিনিষ আছে, যা সে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আমি দেখলাম, সেই লুকায়িত জিনিসটিও কখনো দুনিয়ার চোর-ডাকাতেরা নিয়ে চলে যায়। তাই আমি যখন দেখলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নেক আমল করে, সেই আমল কখনো নষ্ট হয়না, কোন চোর-ডাকাত তা চুরি করতে পারেনা। আল্লাহ তাআ’লা তার বিনিময় পুরাপুরি দান করেন। তাই আল্লাহর জন্য আমল করাকেই সর্বাধিক প্রিয় মনে করলাম।

(৪) আমি যখন দেখলাম দুনিয়ার মানুষেরা রিযিকের জন্য মারামারি, কাটাকাটি করছে এবং পরস্পর হিংসা করছে। তখন আমি আল্লাহর এই বাণী পেলাম,

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ

“তারা কি তোমার রবের রহমত (রিযিক) বণ্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বণ্টন করে দিয়েছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি।” সুরা যুখরুফঃ ৩২।

তখন থেকে রিযিকের জন্য বেশি হাহুতাশ করা এবং দুঃশ্চিন্তা করা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছি।

(৫) আমি যখন দেখলাম, দুনিয়ার মানুষেরা পরস্পরকে শত্রু মনে করে এবং তাদের কেউ অন্য কাউকে দেখতে পারেনা, তখন আমি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলাম,

إِنَّ ٱلشَّيۡطَـٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

“আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রু মনে করো। সেতো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এজন্য ডাকছে, যাতে তারা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।”
(সুরা ফাতিরঃ ৬)
আল্লাহর এই বাণী উপলব্ধি করার পর আমি মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করা বাদ দিয়ে কেবল শয়তানকেই আমার একমাত্র শত্রু বলে মনে করলাম।

(৬) আমি যখন দেখলাম দুনিয়ার মানুষেরা টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, ও অন্যান্য সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং দুনিয়ার বিপদ-আপদকে ভয় করে। তখন আমি কুরআনের এই আয়াত দেখলাম,

مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا، وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ

“যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন, যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন।” সুরা তালাকঃ ২-৩।
তখন আমি দুনিয়ার সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর উপরেই ভরসা করতে লাগলাম। তখন উস্তাদ বললেন, “সত্যিই তুমি অত্যন্ত উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেছ"।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এভাবে ইলমের গুরুত্ব বুঝে তা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমিন

১৩৭৬

পরিচ্ছেদঃ ২৪১: ইলমের ফযীলত

ইলমের ফজিলত সম্পর্কে কোরআনের আয়াত:

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٤)

অর্থাৎ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। *(ত্বা-হা ১১৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٩)

অর্থাৎ বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? *(যুমার ৯ আয়াত)*

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (المجادلة: ١١)

অর্থাৎ যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। *(মুজাদালা ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,﴾

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨)

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। *(ফাত্বের ২৮ আয়াত)*

ইলমের ফজিলত সম্পর্কে হাদিস:

١- وَعَن مُعَاوِيةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي ا

অর্থ: মুআবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন।" *(বুখারী)* [1]

٢- وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

অর্থ: ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে

আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [1]
এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক।

٣-عن ابن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থ: ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [1]
এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক

٤-وَعَن أَبي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ، وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ؛ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» . متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থ: আবূ মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা জমিনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সবজি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের

ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠালো না এবং আল্লাহর সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [1]

٥-وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: «فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» . متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থ: সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, "আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [1]

٦-وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه البخاري ' '

অর্থ :আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস।

রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইসরাইল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত-ভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদিস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে

٧-وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ» . رواه مسلم

নিলো।" *(বুখার*

অর্থ:আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা (জ্ঞান) অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।" *(মুসলিম)* [1]

٨-وَعَنه أَيضاً رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً» . رواه مسلم

অর্থ: উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে না।" *(মুসলিম)*

٩-وَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» . رواه مسلم

অর্থ: উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদাকায়ে জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইলম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দো'আ করতে থাকে।" *(মুসলিম)* [1]

١٠-وَعَنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِماً، أَوْ مُتَعَلِّماً» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

অর্থ: উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "ইহজগৎ অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত। তবে মহান আল্লাহর যিকির ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালিবে ইলমের কথা স্বতন্ত্র।" *(তিরমিযী হাসান)* [1]

١١-وَعَنْ أنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «مَن خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّىٰ يَرْجِعَ» رواهُ التِرْمِذيُّ وقال: حديثٌ حَسنٌ .

অর্থ: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে লোক জ্ঞানার্জন করার জন্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর

রাস্তায় (জিহাদের মাঝে) আছে বলে গণ্য হয়। (ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন) [1]

١٢-وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يَّشْبَعَ مُؤمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ حَتّىٰ يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ» . رواهُ الترمذيُّ، وقَالَ: حديثٌ حسنٌ .

অর্থ: আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মু'মিনকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো তৃপ্তি দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে। দ্ব'ঈফ (তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন)[1]

١٣-وَعَن أَبي أُمَامَة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

অর্থ: আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর।" তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান-জমিনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের (আলিমদের) জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দো'আ করে থাকে।"
(তিরমিযী হাসান) [1]

١٤-وَعَن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرٍ». رواه أَبُو داود والترمذي

অর্থ: আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফেরেশতাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলিম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি

পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদের উপর আলিমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)* [1]

١٥-وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

অর্থ: ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদিস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদিস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)* [1]

١٦-وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «مَنْ سُئِلَ عَن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن

অর্থ: আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)* [1]

١٧- قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَعْنِي: رِيحَهَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

অর্থ: উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ)*[1]

١٨-وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থ:'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন (অর্থাৎ আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[1]

١٩-وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ لْحِكْمَة فَهُوَ يقْضِي بهَا وَيعلمهَا)

অর্থ:ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে হিংসা করা ঠিক নয়। প্রথম ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, সাথে সাথে তা সত্যের পথে (ফী সাবীলিল্লাহ) বা সৎকার্যে ব্যয় করার জন্য তাকে তাওফীক্বও দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমাহ্, অর্থাৎ- জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগায় এবং (লোকদেরকে) তা শিখায়। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

٢٠-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أوعلم ينْتَفع بِهِ أوولد صَالح يَدْعُو لَه(ُ

رَوَاهُ مُسلم

অর্থ:আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষ যখন মারা যায় তখন তার 'আমল বন্ধ (নিঃশেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি 'আমলের সাওয়াব (অব্যাহত থাকে): (১) সদাক্বায়ি জারিয়াহ্, (২)

জ্ঞান- যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং (৩) সুসন্তান- যে তার (পিতা-মাতার) জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)[1]

٢١-وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نسبه» . رَوَاهُ مُسلم

উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের বিপদসমূহের মধ্য হতে একটি (কঠিন) বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব (সাহায্যের মাধ্যমে) সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিনে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে (প্রকাশ করবে না), আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ বা পন্থায় অনুপ্রবেশ করার সন্ধান করে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে প্রবেশ করার পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর আল্লাহর তরফ থেকে স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্'র নিকট তাদের উল্লেখ করেন। আর যার 'আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)[1]

٢٢-عَن كثير بن قيس قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِد دمشق فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يسْتَغْفر لَهُ من فِي السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ

لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَسَمَّاهُ التِّرْمِذِيُّ قَيْسَ بن كثير

অর্থ:কাসীর বিন ক্বায়স (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দিমাশক-এর মসজিদে আবুদ্ দারদা (রাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার নিকট একজন লোক এসে বললো, হে আবুদ্ দারদা! আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর মদীনাহ্ থেকে শুধু একটি হাদীস জানার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমি শুনেছি আপনি নাকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আর কোন উদ্দেশে আমি আপনার কাছে আসিনি। তার এ কথা শুনে আবুদ্ দারদা (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি (কুরআন ও হাদীসের) 'ইলম সন্ধানের উদ্দেশে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং মালায়িকাহ্ 'ইলম অনুসন্ধানকারীর সন্তুষ্টি এবং পথে তার আরামের জন্য তাদের পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর 'আলিমদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করে থাকেন, এমনকি পানির মাছসমূহও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে)। 'আলিমদের মর্যাদা মূর্খ 'ইবাদাতকারীর চেয়ে অনেক বেশী। যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর এবং 'আলিমগণ হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) মীরাস (উত্তরাধিকারী) হিসেবে রেখে যান না। তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে যান শুধু 'ইলম। তাই যে ব্যক্তি 'ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্ ও দারিমী)[1] আর তিরমিযী হাদীস বর্ণনাকারীর নাম ক্বায়স বিন কাসীর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাবীর নাম কাসীর ইবনু ক্বায়সই এটিই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন)।

٢٣-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدّين . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

অর্থ:আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিক্বের মধ্যে দু'টি অভ্যাস একত্র হতে পারে না- নেক চরিত্র ও দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান। (তিরমিযী)[1]

٢٤-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يرجع» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ والدارمي

অর্থ:আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়েছে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই রয়েছে। (তিরমিযী ও দারিমী)[1]

٢٥-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

অর্থ:আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (আমার নিকট হতে) ফারায়িয ও কুরআন শিখে নাও এবং লোকেদেরকেও তা শিখিয়ে দাও। কারণ আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে (আমার মৃত্যু হবে)। (তিরমিযী)[1]

٢٦-وَعَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অবগত হয়েছি যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন। (আবূ দাঊদ)[1]

٢٧-عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيّ

অর্থ:হাসান আল বসরী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায়ও ইসলামকে জীবন্ত করার উদ্দেশে 'ইলম বা জ্ঞানার্জনে মশগুল রয়েছে, জান্নাতে তার সাথে নবীদের মাত্র একধাপ পার্থক্য থাকবে। (দারিমী)[1]

٢٨-وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ من إحيائها. رَوَاهُ الدَّارِمِيّ

অর্থ:ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সামান্য কিছু সময় দীনের জ্ঞান আলোচনা করা ('ইবাদাতে রত থাকে) গোটা রাত জাগরণ অপেক্ষা উত্তম। (দারিমী)[1]

٢٩-وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «اللَّهُ تَعَالَى أَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحده أَو قَالَ أمة وَحده»

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা বলতে পারো, সর্বাপেক্ষা বড় দানশীল কে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দান-খয়রাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর বানী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে 'ইলম শিক্ষা করবে এবং তা বিস্তার করতে থাকবে। কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন সে একাই একজন 'আমীর' অথবা বলেছেন, একজন 'উম্মাত' হয়ে উঠবে। (বায়হাক্বী)[1]

٣٠-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا» . رَوَاهُ مُسلم

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সোনা-রূপার খনির ন্যায় মানবজাতিও খনিবিশেষ। যারা জাহিলিয়্যাতের (অন্ধকারের) যুগে উত্তম ছিল, দীনের জ্ঞান লাভ করার কারণে তারা ইসলামের যুগেও উত্তম। (মুসলিম)[1]

٣١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ. قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ

অর্থ:মুহাম্মদ ইবনুল-আলা (রহঃ) ... আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়ত ও ইল্‌ম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমানে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে

রাখে। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জামি আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত-যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়ই না এবং আল্লাহর যে হিদায়ত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

আবূ 'আবদুল্লাহ (মুখারী) (রহঃ) বলেনঃ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি قَبِلَت এর স্থলে قَيَّلَت (আটকিয়ে রাখে) ব্যবহার করেছেন।قَاعٌ হল এমন ভূমি যার উপর পানি জমে থাকে। আর الصَّفْصَفُ হল সমতল ভূমি।

٣٢-حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ". قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْعِلْمَ ".

অর্থ:সাঈদ ইবনু 'উফায়র (রহঃ) ... ইবনু 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম (তার পরিতৃপ্তি আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।) এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে, সে তৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি 'উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কী তা'বীর করেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ তা হল ইলম।

٣٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنِ الْوَفْدُ - أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ". قَالُوا رَبِيعَةُ. فَقَالَ " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى ". قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ. قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ " شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ".
وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ شُعْبَةُ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ. قَالَ " احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ ".

অর্থ:মুহাম্মদ ইবনু বাশ্শার (রহঃ) ... আবূ জামরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একদিন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলে, তিনি বললেনঃ তোমরা কোন্ প্রতিনিধি দল? অথবা বললেনঃ তোমরা কোন্ গোত্রের? তারা বলল, রাবীআ গোত্রের। তিনি বললেনঃ মারহাবা। এ গোত্রের প্রতি অথবা এ প্রতিনিধি দলের প্রতি, এরা কোনরূপ অপদস্থ না হয়েই এসেছে। তারা বলল, আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে কাফিরদের এই মুযার গোত্রের বাস। আমরা শাহ্র-ই হারাম- ছাড়া আপনার কাছে আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং তার ওসীলায় আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি।

তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেনঃ এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা কিরূপে হয় জানো? তারা বললঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত (নামায/নামাজ) কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং রমযান এর সিয়াম পালন করা আর তোমাদের গনীমাতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো লাউয়ের খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার করতে।

শুবা বলেন, কখনও (আবূ জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরী পাত্রের কথাও বলেছেন আবার তিনি কখনও (النقير) এর স্থলে (المقير) বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের পৌঁছে দাও।

34-

*وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ْوَسَلَّمَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُم

অর্থ:মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের গোত্রের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।

35-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ـ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ ـ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَاصَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ (يَطَؤُهَا) فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَان". ِ

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَىْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.ِ

অর্থ:মুহাম্মদ ইবনু সালাম (রহঃ) ... আবূ বুরদা (রহঃ), তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছেঃ (১) আহলে কিতাব—যে ব্যাক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (রহঃ) (তাঁর ছাত্রকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোক (দূর-দূরান্ত থেকে) সওয়ার হয়ে মদিনায় আসত।

-36حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه." ِ

অর্থ, আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত লাভে কে সবচাইতে বেশি

ভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারন আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচাইতে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যাক্তি যে খালিস দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (পূর্ণ কালেমা তাইয়্যেবা) বলে।

37-
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ذُكِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ ـ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ". وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَلِكَ " أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ " مَرَّتَيْنِ.

অর্থ, আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) .... আবূ বকরা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেনঃ তোমাদের জান, তোমাদের মাল – বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেনঃ এবং তোমাদের মানসম্মান (অন্য মুসলিমের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পন্ন। শোন, (আমার এ বাণী যেন) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যাক্তি অনুপস্থিত ব্যাক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন, তা-ই হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার করে বলেন, হে লোক সকল! 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি।

38-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي، هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لاَ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. قَالَ

ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِه". ِ

মুহাম্মদ ইবনু গুরায়র আয-যুহরী (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হুর ইবনু কায়স ইবনু হিসন আল ফাযারী মূসা (আঃ) এর সঙ্গী সম্পর্কে বাদানুবাদ করেছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তিনি ছিলেন খিযর। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) যাচ্ছিলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেনঃ আমি ও আমার এ ভাই মতবিরোধ পোষণ করছি মূসা (আঃ) এর সেই সঙ্গীর ব্যাপারে যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন—আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, একবার মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের কোন এক মজলিসে হাজির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যাক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জানেন কি?' মূসা (আঃ) বললেন, না।
তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ) এর কাছে ওহী পাঠালেনঃ হ্যাঁ, আমার বান্দা খিযর। অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে তার জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, তুমি যখন মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে আসবে। কারন, কিছুক্ষনের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছেরনিশানা অনুসরন করতে লাগলেন। মূসা (আঃ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবক বললেন, (কুরআন মজীদের ভাষায়ঃ)

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا

"আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। ... মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (১৮ : ৬৩-৬৪)
তাঁরা খিযরকে পেলেন। তাদের ঘটনা তা-ই, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।